বিনোদন

entertainment

সম্পাদনায় ঃ শেখর ই গোমেজ

ভাল কিছু সৃষ্টি করার জন্য ফিরে যেতে চাই স্বদেশের চিরচেনা পরিবেশে-সাইফুল ওয়াদুদ হেলাল

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাতা সাইফুল ওয়াদুদ হেলাল উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাঙালিদের কাছে অতি পরিচিত একটি নাম।

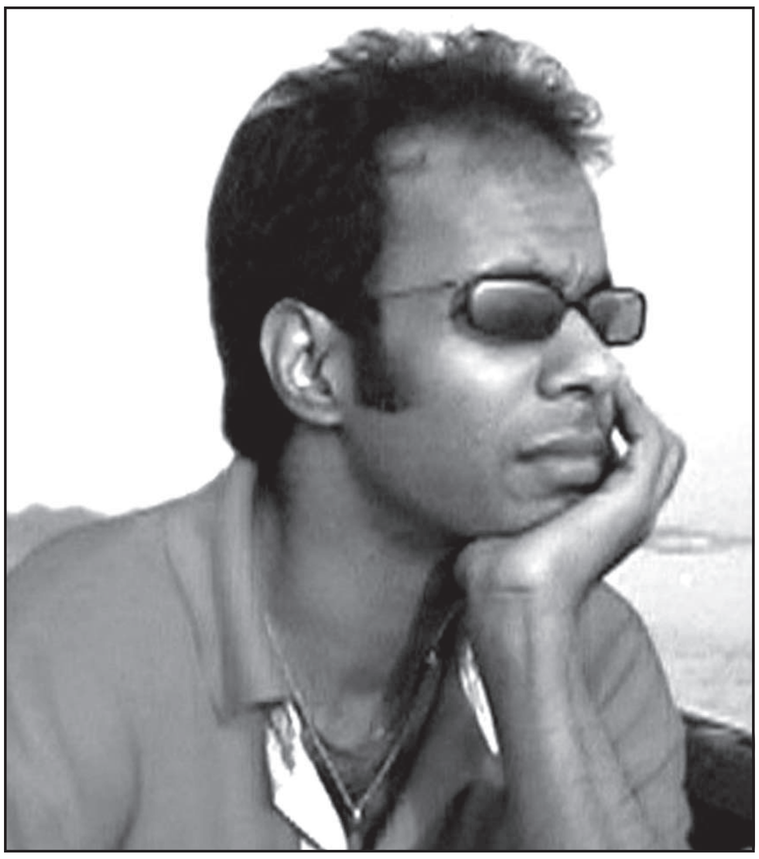

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন মিডিয়ায় তিনি ইতিমধ্যেই অনন্য স্বল্পীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর নির্মিত কাহিনীচিত্র 'সুপ্রভাত মন্ট্রিয়ল' ও 'কবি' ব্যাপকভাবে দর্শক সমাদৃত হয়েছে। তাঁর প্রামান্যচিত্র 'বিশ্বাসের রঙ' ২০০৫ সালে মন্ট্রিয়ল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হওয়ার পর চলচ্চিত্রবোদ্ধা ও সমালোকদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। হেলালের তৈরী টেলিভিশন অনুষ্ঠান 'পরিচয়' এটিএন বাংলা এবং এসটিভিতে এমন নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে। 'পরিচয়' বাঙালি টিভি দর্শকদের হৃদয় জয় করে চলেছে দুর্বার গতিতে। অনুষ্ঠানটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভের অন্যতম কারণ এর মৌলিক নির্মাণ শৈলী। বিনোদন এবং মানবিক আবেদন সম্পন্ন তথ্যের অপুর্ব সম্ভার যেন এই অনুষ্ঠানটি। প্রবাসে বসেও যে ধার করা ফুটেজের উপর নির্ভর না করে মৌলিক টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ করা যায় হেলাল তা প্রমাণ করেছেন। অটোয়ায় বসবাসরত এই প্রতিভাবান চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাতার একান্ত একটি সাক্ষাৎকারগ্রহণ করেছেন শেখর ই গোমেজ।

শেখর ঃ প্রবাসে বসে আপনি দুটি কাহিনীচিত্র তৈরী করেছেন এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান 'পরিরচয়' নির্মাণ করছেন। প্রবাসে বাংলা ভাষায় ছবি ও টিভি অনুষ্ঠান তৈরির ক্ষেত্রে রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা। তা সত্ত্বেও আপনি এগুলো নির্মাণ করে চলেছেন। জানতে ইচ্ছে করে এর পিছনে কি অনুপ্রেরণা কাজ করছে?

হেলাল ঃ কাহিনীচিত্র 'ছবি' তৈরী করি ১৯৯৭ সালে এবং 'সুপ্রভাত-মন্ট্রিয়ল' ২০০০ সালে। ছবি দু'টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের এবং টিভিও ফরম্যাটে করা। এই ছবি দু'টি করার আগে ১৯৯৬ সালের দিকে আমি 'বিষয় ঃ গান' নামে একটি প্রামান্যচিত্র তৈরী করেছিলাম। গীতিকার মাসুদ করিমের উপর নির্মিত এই প্রামান্যচিত্রটির কথা অনেকেই জানেন না। আর টিভি অনুষ্ঠান 'পরিচয়' নির্মণ শুরু করি আজ থেকে ১৩ মাস আগে। এসবই করছি বলতে পারেন নেশা থেকে। বাংলাদেশে ১৯৮০ কি '৮১ সালের দিকে অবলোকন নাট্যচর্চা কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়েছিলাম। তখন মনে হতো নাটক করে কি যেন করে ফেলব। বাংলাদেশের প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী ও টিভি প্রযোজনা আল মনসুরের সঙ্গে আউট ডোরে কাজ করার সুযোগ এক সময় হয়েছিল। তখন এই লাইনে আসার একটি সুপ্ত কামনা মনে বাসা বাঁধতে থাকে। তারপর ক্যানাডায় এসে মন্ট্রিয়ল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবি দেখতে দেখতে ছবি তৈরীর স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে কলেজ ইন্টারভেকে টেলিভিশন ও ভিডিও প্রোডাকশন কোর্সে যোগ দেই। ঐ সময় একটি ভিডিও ক্যামেরা কিনলাম। সেটা দিয়েই টুকটাক কাজ শুরু করি। বলতে পারেন-এই সব কিছুই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে এতদূর আসতে।

শেখর ঃ পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি তৈরীর পরিকল্পনা আছে কি?

হেলাল ঃ পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি তৈরীর পরিকল্পনা এবং কনি্ফডেন্স দু'টোই আছে। 'বিশ্বাসের রং' প্রামান্যচিত্রটি তৈরীর পর এই প্রত্যয় আরো বেড়েছে। তবে টিভি মাধ্যমে কাজ করার ইচ্ছাই বেশী।

শেখর ঃ টিভি অনুষ্ঠান 'পরিচয়' কোনভাবেই ধার করা ফুটেজের সমাহার নয়। আপনি স্থানীয় বাংলা ভাষাভাষী বাংলা কুশলীদের দিয়েই অনুষ্ঠানটি নির্মাণ করছেন। এক্ষেত্রে কলাকুশলীরা কতখানি সিরিয়াস মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বলে আপনি মনে করেন।

হেলাল ঃ সত্যি কথা বলতে কি এখানে যারা বাংলা টিভির জন্য অনুষ্ঠান করতে আসে তাদের বেশীরভাগই আসে শখ করে। আগে এই শখের ব্যাপারটা বেশী ছিল। এখন ধীরে ধীরে এর পরিবর্তন হচ্ছে। কলাকুশলীদের মধ্যে সিরিয়াস ব্যাপারটা এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

শেখর ঃ এখানে বাংলা টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণকে কি জীবিকা হিসেবে নেয়া সম্ভব?

হেলাল ঃ কেন সম্ভব নয়? আমি তো এটাকে জীবিকা হিসেবেই নিয়েছি।

শেখর ঃ আপনার কাজে পেশা দায়ীত্বের ব্যাপারটা লক্ষ্যনীয়। এ ধরনের সৃজনশীল কাজে পেশাদারীত্ব না থাকলে তা মান সম্মত হয় না বা উৎকর্ষতার পর্যায়ে পৌঁছে না। আপনি কি মনে করেন?

হেলাল ঃ আমার মনে হয় যে কোন কাজে পেশাদারীত্ব ব্যাপারটা থাকতে হবে। শখের বশবর্তী হয়ে কোন কিছু নিয়ে বেশীদুর এগুনো যায় না।

শেখর ঃ এবার 'বিশ্বাসের রং' বিষয়ে দু'একটি কথা জানতে চাইব। এই প্রামান্যচিত্রটি তৈরীর পিছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করেছে?

হেলাল ঃ ২০০৫ সালে চাঁদপুরের কাছে বেলতলী নামক গ্রামে ল্যাংটার মেলায় গিয়েছিলাম। আমি শহরের মেলা দেখেছি। কিন্তু গ্রামের মেলা কখনও দেখেনি। ওই মেলায় গিয়ে বিচিত্র সব মানুষ দেখেছি। দেখেছি জাতিধর্মের উর্ধ্বে উঠে মানুষ মিলেমিশে কিভাবে একাকার হয়ে যায়। আমার মনে হয়েছে আমি মানুষের আদি একটি রূপ দেখছি। এরা সবাই সরল বিশ্বাসে বিশ্বাসী। এরা আরোপিত ব্যাপার স্যাপারের উর্ধ্বে। ওই মেলায় যা শ্যুট করেছিলাম, তা দিয়েই হয়ে গেল 'বিশ্বাসের রং'। ওই সরল প্রাণ মানুষগুলো আর তাদের সরল বিশ্বাসকে দেখানোই ছিল 'বিশ্বাসের রং'-এর উদ্দেশ্যে।

শেখর ঃ প্রামাণ্যচিত্রটি মন্ট্রিয়ল চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের পর বিদেশী চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

হেলাল ঃ তাঁরা বলেছেন-এটা ব্রেনের ছবি নয়, এটা হৃদয়ের ছবি। ছবিটি হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে তৈরী।

শেখর ঃ আপনি কি মনে করেন না দেশে থাকলে আপনার প্রতিভা আরো বিকশিত হতে পারতো।

হেলাল ঃ হয়তো হতো। সত্যি কথা বলতে কি আমি এত বড় স্রষ্টা নই। যেখানে সেখানে আমি কাজ করতে পারব না। ভাল কিছু সৃষ্টি করার জন্য লিখে যেতে চাই স্বদেশের চিরচেনা পরিবেশে।

শেখর ঃ কার ছবি দেখতে আপনি বেশী পছন্দ করেন?

হেলাল ঃ নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে ইরানী ছবিগুলি আমাকে মুগ্ধ করে। সিম্‌প্লিসিটিই ইরানী ছবিগুলোর প্রাণ।

শেখর ঃ সিম্‌প্লিসিটি বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন?

হেলাল ঃ ওরা যে কোন বিষয় নিয়ে ছবি করে এবং কোন জটিলতায় না গিয়ে গল্পকে খুবই সাধারণভাবে উপস্থাপন করে। তেমনি একটি ছবি দেখেছিলাম 'চিলড্রেন ফ্রম হেভেন'। খুবই সাধারণ একটি গল্প। কিন্তু ছবিটিকে আমার যারপরনাই ভাল লেগেছিল।

শেখর ঃ আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

হেলাল ঃ আরো প্রামান্যচিত্র তৈরী করব। বাংলাদেশ হচ্ছে প্রামান্যচিত্রের খনি।

ভোরের ডলি

তিন কন্যার মা হয়েও এখনো ১৫-তে পড়ে আছেন ডলি সায়ন্তনি। না, বয়সে নয় গানের দিক থেকে। এবারের ঈদে তার ১৫তম একক অ্যালবাম 'ভোর' প্রকাশিত হয়েছে। বের করেছে সাউন্ডটেক। বয়সে ১৫ না হলেও মনের দিক থেকে ডলি সায়ন্তনি যে প্রভাতের মতই সজীব। আর সেই সজীবতা তার গানেই প্রকাশ পায়। সেই জন্যই তো সারাদিনের মধ্যে ভোরবেলাটা যেমন ডলির পছন্দ, তেমনি 'ভোর অ্যালবাম' 'ভোর' গানটি ডলির সবচেয়ে বেশী পছন্দ।

অ্যালবামের ১২টি গানই লিখেছেন আহম্মেদ রিজভী। সুর করেছেন মাহমুদ জুয়েল। আর সঙ্গীত করেছেন মেহেদী। ভোর অ্যালবামটি ডলি'র দিক থেকে একটু ব্যতিক্রমী। কারণ তার অন্যান্য অ্যালবামে ফোক আর আধুনিক গানের মিশ্রণ থাকে। তবে এবার তিনি শুধুই আধুনিক গান দিয়ে সাজিয়েছিলেন অ্যালবামটি। এর কারণ কী? ডলির সরল উত্তর-এর বিশেষ কোন কারণ নেই। শুধুমাত্র ভালো লাগা থেকেই এরকম করা। আর আগে থেকেই এরকমটি ভেবে রেখেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ ভোর অ্যালবামটির জন্য তাহলে কতদিন আগে থেকে কাজ শুরু করেছেন?

উত্তর ঃ প্রায় ছয় মাস আগে থেকে।

প্রশ্ন ঃ এই অ্যালবামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর ঃ এখন বিভিন্ন গানে কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন এফেক্ট দিয়ে শুধু মাত্র করা হয়। সেটি এই অ্যালবামে করা হয়নি। বলতে গেলে সব গানেই আমার মৌলিক কণ্ঠ শুনতে পাবেন শ্রোতারা।

প্রশ্ন ঃ অ্যালবামতো বের হয়েছে ঈদে। তো এখন কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

উত্তর ঃ আসলে ঈদের পর পরই তো দেশের পরিস্থিতি গেল পাল্টে। আমরা তো ঈদটাই ঠিকমত করতে পারলাম না। তবে ঈদের আগে যখন এটা প্রকাশিত হয় তখন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে জানানো হয়েছিল যে এর বেশ ভালোই সাড়া পাচ্ছি। তবে দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে আরো সাড়া পেতাম। তারপরেও ভালো কিছু করার চেষ্টা করেছি আমরা।

প্রশ্ন ঃ তাহলে কী দেশের এই দুরবস্থায় ভোর কী শিশিরের মতো স্নিগ্ধতা এনে দিবে?

উত্তর ঃ হা...হা...হা। জানি না। তবে এতটুকু বলতে পারি, এবারের সব গানই মেলডি নির্ভর। শ্রোতারা শুনে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য অস্থিরতা ভুলে থাকতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ শ্রোতাদের অস্থিরতা না হয় দূর করলেন। আপনার সংসারের অস্থিরতা দূর করবেন। কীভাবে?

উত্তর ঃ আমার সংসারে আবার কীসের অস্থিরতা?

প্রশ্ন ঃ শুনলাম আপনার বর্তমান স্বামী ফাইজান আজামী খানের সাথে নাকি দূরত্ব বেড়ে চলেছে?

উত্তর ঃ হা...হা...হা... তাই নাকি-কে বললো ভাই।

উত্তর ঃ না, নাহ। তিনস মেয়ে নিয়ে আমরা বেশ সুখে-শান্তিতেই সংসার করছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথম মেয়ের নাম কথা আর দ্বিতীয় মেয়ের নাম রিমঝিম, তৃতীয় মেয়ের নাম কী রেখেছেন?

উত্তর ঃ নাম তার হুজাইফা। নামটি তার দাদা রেখেছে।

প্রশ্ন ঃ সংসারের কথা জানলাম। এবারে জানতে চাই সামনে কী করছেন?

উত্তর ঃ সামনে আমার 'ভোর' অ্যালবামের ভিসিডি'র কাজ শুরু করব। এটাও সাউন্ডটেক থেকে বের হবে। আর কোরবানীর ঈদের জন্য অ্যালবামের কাজ শুরু করবো। সেটার পুরোটাই হবে ফোক নিয়ে।

প্রশ্ন ঃ বাহঃ রোজার ঈদে পুরো আধুনিক। আর কোরবানীর ঈদে পুরো ফোক।

উত্তর ঃ হ্যাঁ। আগে থেকেই এরকম ইচ্ছা ছিলো। আসলে আমি দু'ধরনের গানই করি। আর আমার অ্যালবামগুলোতেও ফোক-আধুনিক গানের মিশ্রণ থাকে।

তাই এবার আলাদা আলাদা করবো বলেই ঠিক করেছি। আধুনিক গানের অ্যালবাম 'ভোর' নিয়ে তো বেশ সাড়া পাচ্ছি। ফোক অ্যালবামটি নিয়েও আমি আশাবাদী বাকিটা আমার ভক্ত আর উপরঅলার ইচ্ছা।

IATA CANADA EXPRESS TRAVEL AGENCY INC ATAC
Your reliable award winning IATA approved travel agency
Appointed authorized agents for Etihad Airways, Gulf Air, Biman Bangladesh Airlines and GMG Airlines
Accrdited Agents for: Air Canada, Emirates Airlines, Lufhtansa, KLM, American Airlines, Delta Airlines, TOTAL OF 28 AIRLINES !

British Airways, Qatar Airways, Air France, WestJet, CanJet, U.S. Airways, etc...
Conveniently Located at Your Service
Please contact: Mujib Choudhury & Associates
Tel: (416) 693-5864 • Toll Free: 1-800-693-5864 • Fax: (416) 693-6174 • E-mail: canadaexpress@canada.com
2972 Danforth Avenue, Toronto, Ontario M4C 1M6 (Victoria Park & Danforth)
Largest Bangladeshi Owned Travel Agency

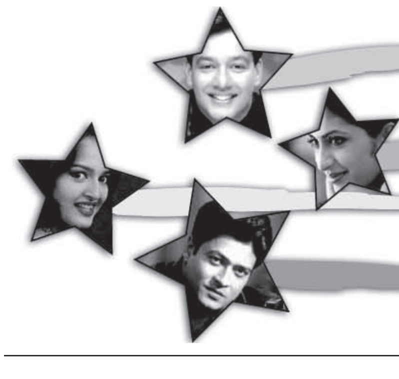

বিনোদন
entertainment

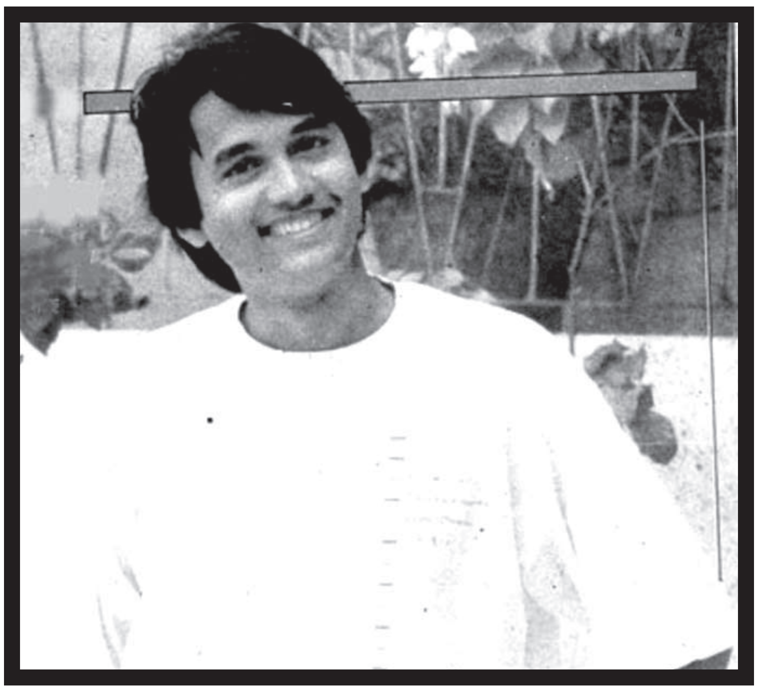

বাবা চাইতেন ফুটবল খেলোয়ার হই কী হতাম কী হলাম –আজিজুল হাকিম

ছোট পর্দার ব্যস্ততম অভিনেতাদের মধ্যে একজন আজিজুল হাকিম। যিনি শুরু করেছিলেন 'ওরা কদমআলী' নাটকের সারেং এবং বিটিভি প্রচারিত 'এখানে নোঙ্গর' নাটকে মুতাব্বির চরিত্র থেকে। তার প্রতিভা শুধু অভিনয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়েছে নাটক পরিচালনা পর্যন্ত। তবে ছোটবেলায় কী তিনি নাট্য শিল্পী হতে চেয়েছিলেন নাকী অন্য কিছু। আর সেটা জানতেই আমরা আজিজুল হাকিমের মুখোমুখি হয়ে ছিলাম। আর তিনি আমাদের সামনে মেলে ধরে ছিলেন তার ছোট বেলার স্বপ্নের কথা। ছোটবেলায় স্কুলের প্রতিটি দৌড় প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম হতাম। স্কুলের সবাই আমাকে দৌড়বিদ হিসেবে চিনত। আর সে সূত্র ধরেই আমার মাথায় চেপে বসল এ্যাথলেট হবার পোকা। তবে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এরই মধ্যে সাধ জাগে সেনাবাহিনীর অফিসার হয়ে দেশের সেবা করব। সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসেবে ঢুকতে ক্যাডেটদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাই ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দেই। আর সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তির সুযোগও পাই। সব কিছু ঠিক। তবে মা বেঁকে বসলেন। তিনি তার বড় ছেলেকে কাছছাড়া করবেন না। আর সেনাবাহিনী তো দূরের কথা। আর এতেই ভণ্ডুল হয়ে যায় আমার এ সুখ স্বপ্ন। তবে মায়ের চাওয়া ছিল যেন সৎ মানুষ হয়ে বেড়ে উঠি। এরমধ্যে অবশ্য অন্যান্যদের মত আমিও ভাবতে থাকি ডাক্তার হব। আর অসুস্থ মানুষদের সেবা করব। তবে এই স্বপ্নটাও ভঙ্গ হল যখন নবম শ্রেণীতে ওঠে বিজ্ঞান গ্রুপ নিতে পারলাম না। এতসব স্বপ্নের ভিড়েও আমার মধ্যে খেলা করতে থাকে ফুটবল খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন। অবশ্য হুট করে আমার মধ্যে এ স্বপ্নটা আসেনি। আমি ছিলাম স্কুলের ফুটবল টিমের স্ট্রাইকার। ভালো খেলতাম বলে আমাকে বিভিন্ন স্থানে খেলার জন্য নিয়েও যেত। এটিও আমাকে খেলোয়াড় হবার উৎসাহ যোগায়। আর আমার বাবারও ফুটবল খেলার প্রতি ছিল প্রবল ঝোঁক। তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন আমি একজন বিখ্যাত ফুটবলার হয়ে দেশের জন্য সুনাম কুড়াই। তাই তিনি আমাকে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবে ভর্তি করিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, তিনি আমাকে একটি সাইকেলও কিনে দেন। যাতে আতি প্রতিদিন প্র্যাকটিসে যেতে আসতে পারি। তখন আমি কলেজ পড়ুয়া ছাত্র। আমি অবশ্য দু'বছর এ ক্লাবে ফুটবল খেলা চর্চা করেছি। তবে শেষমেষ ফুটবল খেলোয়াড় হওয়া হয়নি। এতে বাবা খুবই মনক্ষুণ্ণ হন। সেই ছোটকাল থেকে অন্যান্য স্বপ্নের পাশাপাশি মনের মধ্যে অভিনয়ের এক ধরনের ঝোঁক কাজ করত। আমি নিজেও তেমন উপলদ্ধি করতে পারিনি। হঠাৎ একদিন আমার এক বন্ধু আমাকে মঞ্চে অভিনয়ের কথা বলে আর তাতেই আমার সেই সুপ্ত বাসনাটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যেটা আজকের আজিজুল হাকিমকে পুরোপুরি অভিনেতা হিসেবে তৈরি করেছে।

MS VAN SERVICES INC.
Daily Service: Toronto-Ottawa-Montreal
অল্প ভাড়ায় এয়ারপোর্ট পিক আপ-ড্রপ, নায়াগ্রা, মনট্রিয়ল, কুইবেক সিটি, উইন্ডসর সিটিসহ ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন স্থানে লাক্সারি নতুন ভ্যানে ভ্রমণ করুন।
We use all new: Toyota Sienna, Honda Odyssey & Mercedes Benz
Full Cover Insurance

24 Hours
Lowest Rate!
Best Service!!
Contact:
Toronto
647-887-4580
416-386-0616
Montreal
514-993-0784
4 Crosland Dr., Toronto, ON, M1R 4M7 • e-mail: msvanservices@yahoo.com

দুই 'উমরাও জান' ঃ সেকালের রেখা এ কালের ঐশ্বরিয়া

।। রুম্মান রশীদ খান ।।

সুপারহিট ডন-এ অভিনয় করে শাহরুখ যতটা নিন্দিত হয়েছেন, ফ্লপ উমরাও জান-এর জন্য ঐশ্বরিয়া টিক ততটাই নন্দিত হয়েছেন। বক্স অপিস 'উমরাও জানকে' নেয়নি বলে অবাক হচ্ছেন না কেউই। হিন্দি ছবির দর্শকরা নারী প্রধান গল্পকে আপন করে নিতে পারে না, এটাই বলিউডের ঐতিহ্য। মাধুরী দীক্ষিতের 'আনজাম, ধারাবি, ঘটাকে তার অভিনয় জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন উল্লেখ করতে চান।

একালের 'উমরাও জান' দেখে সেকারের 'উমরাও জান' রেখা বলেন, ঐশ্বরিয়াকে দেখে মনে হয়েছে পর্দায় কেউ মন্ত্র পড়ছে। আমি জাদু দেখছি। আমি এবং ঐশ্বরিয়া দুজনই দক্ষিণের মেয়ে। হিন্দি শিখতেই আমাদের কয়েক বছর লেগেছে। সেখানে উর্দু ভাষায় একটা পুরো ছবি করা আমার জন্য আমিরান এবং নবাব সুলতান চরিত্রে ঐশ্বরিয়া এবং অভিষেক ছাড়া অন্য কাউকে মানাতো বলে আমার মনে হয় না। যেমনটি তুলনা চলে না রেখা এবং ফারুখ শেখের সঙ্গে ঐশ্বরিয়া-অভিষেকের।

সত্যিই তাই। রেখার সঙ্গে ঐশ্বরিয়ার তুলনা চলে না। দুজন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন বাজেটে, ভিন্ন আঙ্গিকে নিজ নিজ 'উমরাও জানকে' ফুটিয়ে তুলেছেন। অতিরিক্ত গান, ধীরগতি, নারীপ্রধান গল্পের কারণে

মৃত্যুদণ্ড, কাজলের দৃশ্যমন, কারিশমা কাপুরের জুবায়দা, ফিজা, টাবুর মাচিস, হুতুতু, মকবুল, এমনকি রেখার 'উমরাও জান'-যেমব ছবির জন্য তারা পুরস্কার পেয়েছিলেন, প্রত্যেকটি ছবিই সাধারণ দর্শক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন নারীপ্রধান গল্পের কারণে। তবে ঐশ্বরিয়ার 'উমরাও জান' হিট না হলেও এ ছবির মাধ্যমে তারই সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে। ঐশ্বরিয়ার কট্টর সমালোচকরাও এ ছবি দেখে বলেছেন, এতদিনে অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া সুন্দরী ঐশ্বরিয়াকে হারিয়ে দিতে পেরেছে। আনন্দলোক-এর মতো পত্রিকা, সারা বছর যাদের লক্ষ্যই থাকে অবাঙ্গালিদের, বিশেষ করে রানী মুখার্জি, বিপাশা বসু, সুস্মিতা সেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ঐশ্বরিয়া রাইয়ের খুঁত খুঁজে বের করা, তারাও বলতে বাধ্য হচ্ছেন, 'উমরাও জান'-এ ঐশ্বরিয়ার সৌন্দর্য এবং নাচ উপভোগ করাটা একটা বিশেষ ভ্রমণ, বিশেষ অভিজ্ঞতা। তবে সুন্দরী, নৃত্যশিল্পী ঐশ্বরিয়াকে ছাপিয়ে গেছেন অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া।

ইরুভার, হাম দিল দে চুকে সনম, দেবদাস, চোখের বালি, রেইনকোট-এর পর ঐশ্বরিয়া আরও একবার সুঅভিনেত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। হয়তো এ কারণেই মুজাফফর আলী 'উমারাও জান' রেখার সঙ্গে ঐশ্বরিয়ার তুলনা করার প্রসঙ্গ কারও মাথায়ই আসছে না। অথচ ডন মুক্তির পর সর্বত্র প্রধান আলোচনার বিষয়ই ছিল, অমিতাভ-শাহরুখের মধ্যে ডন হিসেবে কে সেরা? এখানেই ঐশ্বরিয়ার জয়। 'উমরাও জান'-এ অভিনয় করে রেখা জাতীয় পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছিলেন। ঐশ্বরিয়ার ভাগ্যে এত বড় সম্মান জুটবে কি না, সময়ই বলবে। তবে এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্মানে সম্মানিত হওয়াটাও ঐশ্বরিয়ার জন্য কম অর্জন নয়। নিউয়র্ক টাইমস-এর সমালোচক এভি ওয়েবস্টার 'উমরাও জান' দেখে পত্রিকার ওয়েবসাইটে লিখেছেন, আমিরান চরিত্রে ঐশ্বরিয়াকে দেখে মনে হয়েছে ব্রিজিত বার্দোদ কিংবা সোফিয়া লরেন তরুণী হয়ে অভিনয়ে ফিরে এসেছেন। হলিউডে এ রকম অভিনেত্রীরই এখন খুব প্রয়োজন। ঐশ্বরিয়া জানান, এর চেয়েও বড় স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন দেশের মাটি থেকে। পরিচালক জে পি দত্তের বাবা ও পি দত্ত (ছবির সংলাপ লিখেছেন), যিনি কিনা পশ্চিমা পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত, ছবি দেখা শেষে ঐশ্বরিয়াকে বুকে টেনে নিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পুরুষরা সাধারণত তাদের আবেগত প্রকাশ করতে চান না। এ কারণেই ঐশ্বরিয়া এই যেমন কষ্টের ছিল, আমার মনে হয় ঐশ্বরিয়ারও তেমন কষ্ট হয়েছে। অনেক বছর ধরেই ঐশ্বরিয়া অভিনয় করছে, কিন্তু তারপরও সে থেকেও নেই। হলিউড নিয়ে ও ব্যস্ত। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য ওর হলিউডে যাওয়া কি খুব প্রয়োজন? ও আমাদের দশের সম্পদ। আমাদের দেশকেই ওর অনেক কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আছে। 'ব্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস' হলিউডের কাছ থেকে ওকে কতটা সম্মান এনে দিয়েছে? আমার তো মনে হয়, উমরাও জান কিংবা গুরু, ধুম টু, প্রভোকড ছবিগুলো ওকে আরও বেশি সম্মানিত করবে। উমরাও জান দেখার পর আমি ঐশ্বরিয়ার অভিনয়, নাচ, সৌন্দর্য নিয়ে সত্যিকার অর্থেই ঈর্ষান্বিত।

প্রিয় অভিনেত্রীর কাছ থেকে এত বিশাল প্রশংসা পেয়ে বিগলিত ঐশ্বরিয়া বলেন, ছোটবেলা থেকেই ধ্রুপদী নাচ শিখছি। সে সময় 'উমরাও জান' দেখে আমি রেখাদিকে নকল করতাম। আজ সেই সৌন্দর্যের দেবী আমার কাজ পছন্দ করেছেন, একজন অভিনেত্রী হিসেবে এটা আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। মনে পড়ে, প্রায় ১৪ বছর আগে একদিন আমার বাড়ির পাশে একটি শপিং মলে কেনাটাকা করছিলাম, রেখাদি গাড়ি থামিয়ে আমার কাছে এসে বলেছিলেন, তুমি আমার। তুমি আমাদের। আমি চাই, তুমি হিন্দি ছবিতে অভিনয় করে ইতিহাস সৃষ্টি করো। এর আগে রেখাদির সঙ্গে কখনো আমার দেখাও হয়নি। উনাকে প্রথম দেখার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করব কি, আমি তখন হা করে উনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

'উমরাও জান-এর সঙ্গে বচ্চন পরিবারের প্রায় অর্ধ শতাব্দী সম্পর্ক। মির্জা মোহাম্মদ হাদী রুসওয়ার লেখা 'উমরাও জান' আদা উপন্যাস নিয়ে পঞ্চাশের দশকে হরিবংশ রাই বচ্চন পত্রিকায় নিয়মিত একটি কলাম লিখতেন। সেই হরিবংশের ছেলে অমিতাভ বচ্চন মুজাফফর আলীর 'উমরাও জান' ছবির নায়িকা রেখার প্রেমে পড়েছিলেন। রেখা-অমিতাভের প্রেম যখন তুঙ্গে, তখনই মুক্তি পেয়েছিল 'উমারাও জান। পঁচিশ বছর পর আবারও উমরাও জান নায়িকা ঐশ্বরিয়ার প্রেমে পড়েছে বচ্চন, অমিতাভপুত্র অভিষেক বচ্চন। রাই এবং বচ্চন পরিবার ৩০ সেপ্টেম্বরই সপরিবারে দেখেছেন 'উমরাও জান'। ছবির সবচেয়ে ভালো লেগেছে কোনো বিষয়টি, প্রশ্ন করা হলে জয়া বচ্চন বলেন, অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার জুটি। ওদের প্রজন্মে মেধাবী আরও অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন। তবে ঐশ্বরিয়ার 'উমরাও জানকে দর্শকরা ফিরিয়ে দিলেও এই ছবি দিয়েই আবারও হিন্দি ছবিতে ফিরেছেন ঐশ্বরিয়া। রেখার সমতুল্য নয়, ঐশ্বরিয়া তার নিজ যোগ্যতায়ই এগিয়ে যাবেন অনেক দূর। অস্ত্র হিসেবে আছে ধুম টু, গুরু, প্রভোকড, দ্য লাস্ট লিজিওন, আকবর-যোধা, সরকার টু, ঝুম বারবার ঝুম, হ্যাপি বার্থডে, ধুম থ্রি...ঐশ্বরিয়া থাকবেন বলে মনে হচ্ছে না।

সাহসী এষা

নায়করা যদি পারেন, তাহলে নায়িকারাই বা পারবেন না কেন? তাঁরা কম যান কীসে? 'ক্যাশ ছবিতে দুঃসাহিসক সব স্টান্ট দৃশ্যে অভিনয় করেছেন এষা দেওল। তার মধ্যে একটা গাড়ি ভাড়া করারও দৃশ্য করেছেন এষা দেওল। তার মধ্যে একটা গাড়ি ভাড়া করার দৃশ্যও আছে, যেখানে গাড়িটি ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরবে। এবং গাড়ির চালক স্বয়ং এষা। পরিচালক অনুভব সিনহা অবশ্য এষাকে ডামি ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এষা রাজি হননি। তাঁর বক্তব্য, আজকার দর্শকরা অনেক বেশি সমঝদার। ডামি ব্যবহার করা হলে তাঁরা সেটা সহজেই ধরে ফেলবেন। এই ধরনের দৃশ্যে অভিনয় করার জন্য সবচেয়ে আগে দরকার নিজেকে পুরোপুরি ফিট রাখ। তাই কেপ পউর এই ছবির শুটিং করার সময় সেখানকারই এক সান্ট মাস্টারের কাছ থেকে এষা ট্রেনিং ও নিয়েছেন। প্রত্যেক দিন সকালে সবাই শুটিং লোকেশনে পৌছানোর প্রায় তিন ঘন্টা আগেই এষা পৌছে যেতন। তার পরে খুব জোরে গাড়ি চালানো অভ্যাস করতেন। গাড়ি চালানোটা অবশ্য এষার একটা সখের মধ্যেই পড়ে। মাত্র তেরো বছর বয়স থেকেই তিনি গাড়ি চালাচ্ছেন। তবে এষা বলেছেন, 'মুম্বাইয়ের রাস্তায় গাড়ি চালানো আর কেপ টউনের রাস্তায় খুব স্পিডে একটা গাড়ি তাড়া করা-- দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। আর এর জন্য নার্ভ ঠাণ্ডা রাখতে হয়। এই ধরনের স্টান্ট করতে আমার মজাই লাগে। কারণ, আমি বরবারই খেলাধুলো করতে ভালোবাসি আর ঝুঁকি নিয়ে আনন্দ পাই।" অবশ্য যাঁর বাবা ধর্মেন্দ্র, মা হেমা, আর দাদা সানি– তাঁর মুখে এমন কথা খুবই স্বাভাবিক।